বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা।

প্রশিক্ষণ বিভাগ

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর জন্য

সঙ্গীত বিষয়ক সিলেবাস

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর জন্য সঙ্গীত বিষয়ক সিলেবাস

প্রথম বর্ষ (শিশু বিভাগ)

(বয়স: ০৫-০৯ বৎসর)

উপপত্তিক অংশ

(ক) সঙ্গীতের সংজ্ঞা

(খ) সঙ্গীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহ। শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরসমূহ। স্বরের শাস্ত্রীয় পূর্ণনাম। স্বরগুলির লিখিত রূপ সম্পর্কিত জ্ঞান। স্বরগ্রাম সম্পর্কে ধারণা। (উদারা, মুদারা ও তারা স্বরগ্রাম) স্বরগ্রাম গুলিতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলির সাথে পরিচয়।

ক্রিয়াত্মক অংশ

(ক) শুদ্ধ সাত স্বরে আরোহন-অবরোহন।
(হারমোনিয়ামে নির্ধারিত নিজ নিজ স্কেল অনুযায়ী বাদন তথা অঙ্গুলি চালনা পদ্ধতি)

(খ) কাহারবা, দাদরা, ঝাঁপ ও তেওড়া তালে 'সরগম' চর্চা।

(গ) কাহারবা, দাদরা, ঝাঁপ ও তেওড়া তালগুলি হাতে তালি দিয়ে শিক্ষা। সেই সাথে তালগুলির বোল মুখস্ত। তালে 'সম' ও 'ফাঁক' সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

গানসমূহ :

(১) শুদ্ধ সুরে জাতীয় সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ।

(২) অমর একুশের 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি শিক্ষা গ্রহণ।

(৩) রবীন্দ্রসঙ্গীত (যে কোন ২টি)-
- (ক) মেঘের কোলে রোদ হেঁসেছে
- (খ) পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
- (গ) আয় তব সহচরী
- (ঘ) গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ

(৪) নজরুল সঙ্গীত (যে কোন ২টি)
- (ক) যায় ঝিলমিল ঝিলমিল
- (খ) প্রজাপতি প্রজাপতি
- (গ) ত্রিভূবনের প্রিয় মোহাম্মদ
- (ঘ) মনের রং লেগেছে

(৫) লোক সংগীত
- (ক) কল কল ছল ছল নদী করে টলমল (সারী গান)
- (খ) জলে গিয়াছিলাম সই (ধামাইল)

(৬) দেশাত্ববোধক গান : ধন ধান্য পুষ্প ভরা (দ্বিজেন্দ্রগীতি)।

দ্বিতীয় বর্ষ (কিশোর বিভাগ)
(বয়স : ০৯ থেকে ১৩ বৎসর)

উপপত্তিক অংশ

(ক) প্রচলিত দশটি ঠাটের নাম শিক্ষা এবং সেই সাথে বিলাবল, কল্যাণ, কাফী, ভায়রো ও ভৈরবী ঠাটের সপ্তক সম্পর্কে ধারণা।

(খ) রাগের জাতি সম্পর্কে ধারণা।

(গ) সার্গামগীত ও লক্ষণগীতের সংজ্ঞা।

(ঘ) রাগের বাদী, সমবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর সম্পর্কিত সংজ্ঞা।

(ঙ) সমপদী ও বিষমপদী তালের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ।

(চ) 'ত্রিতাল' তালটি হাতে তালি দিয়ে আঘাত, অনাঘাত প্রদর্শন করতঃ বোল মুখস্থ।

(ছ) ঠাট রাগ ও আশ্রিত রাগের সংজ্ঞা, সেই সাথে একটি আশ্রিত রাগ ভূপালীর আরোহন-অবরোহনের পরিচিতি।

দ্বিতীয় বর্ষ
ক্রিয়াত্মক অংশ

(ক) বিলাবল, কল্যাণ, কাফী, ভায়রো ও ভৈরবী রাগের স্বরযোগে প্রথম বর্ষে শেখানো প্রচলিত দু'টি সমপদী তাল (কাহারবা, দাদরা) ও বিষমপদী তালে (ঝাপ, তেওড়া) সহজ ও বক্রগতির পাল্টা সাধন।

(খ) বিলাবল, ইমন, কাফী, ভায়রো ও ভৈরবী রাগের সার্গামগীত (ত্রিতাল তালে)।

(গ) বিলাবল, ইমন, কাফী, ভায়রো ও ভৈরবী রাগের বাংলা লক্ষণ গীত। (ত্রিতাল তালে)

(ঘ) স্বহস্তে হারমোনিয়াম বাদন পদ্ধতিগত ভাবে শিক্ষা লাভ।

(ঙ) ঠাট রাগ, বিলাবল, ইমন, কাফী এবং আশ্রিত রাগ ভূপালীর ছোট বান্দেশ সেই সাথে আট, বারো ও ষোল মাত্রার সরল তান ও তেহাই শিক্ষা।

গানসমূহ

(১) রবীন্দ্র সঙ্গীত (যে কোন ৪টি)

(ক) ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
(খ) আগুনের পরশমণি
(গ) অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
(ঘ) এই আকাশে আমার মুক্তি
(ঙ) ওরে গৃহবাসী
(চ) জগৎ জুড়ে উদাস সুরে
(ছ) দাঁড়াও আমার আঁখির
(জ) আজ ধানের ক্ষেতে

(২) নজরুল সঙ্গীত (যে কোন ৪টি)

(ক) এই শিকল পরা ছল
(খ) শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের
(গ) শুভ্র সমুজ্জ্বল
(ঘ) আকাশে ভোরের তারা
(ঙ) খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে
(চ) আমি যার নূপুরের ছন্দ
(ছ) পথ চলিতে
(জ) তুমি হাতখানি যবে

(৩) লোক সঙ্গীত : মিলন হবে কত দিনে (লালনগীতি)
সোনার বান্ধাইলা নাও (পর্যায়: সারী গান)
হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হল (কাঙাল হরিনাথের গান)
লোকে বলে, বলেরে (হাছন রাজার গান)
নায়ে বাদাম তুইলা দে
স্ব-স্ব জেলার ১টি আঞ্চলিক গান (আবশ্যিক)

(৪) দেশাত্ববোধক গান : নোঙ্গর তোল, তোল (পর্যায়: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান)।

ইতিহাস ও জীবনী অংশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, লালন শাহ্ এবং শেখ লুৎফর রহমান-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান।

তৃতীয় বর্ষ (তরুণ বিভাগ)
(বয়স : ১৪ থেকে ১৮ বৎসর)

উপপত্তিক অংশ

➢ রাগের আলাপ, বিস্তার, গায়কী সম্পর্কিত সংজ্ঞা। তাল ও তার প্রকারভেদ।

গ্রহ ও ন্যাস স্বরের সংজ্ঞা ও রাগ রূপায়নে তাদের গুরুত্ব। রাগের অঙ্গ সম্পর্কে ধারণা। এ যাবৎ শেখানো তালের ভিত্তিতে তার তুলনামূলক আলোচনা। তালের মাত্রা, ছন্দ প্রকরণ। লয় সম্পর্কে ধারণা, লয় সাধারণত কত প্রকার।

ক্রিয়াত্মক অংশ

(ক) তানপুরা বাঁধার নিয়মসহ তানপুরা বাদন অভ্যাস ও তার সাথে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর সহযোগে কণ্ঠসাধন।

(খ) আশাবরী, মারবা, খাম্বাজ, পূরবী ও টোড়ি এই পাঁচটি ঠাট রাগের 'সার্গামগীত', লক্ষণগীত ও খেয়ালের বান্দিশ শিক্ষা লাভ।

(গ) বাগেশ্রী ও বেহাগ এই দুইটি আশ্রিত রাগের সার্গাম গীত ও খেয়ালের বান্দিশ শিক্ষা।

গানসমূহ

(১) রবীন্দ্র সঙ্গীত (যে কোন ৪টি)

(ক) পুরানো সেই দিনের কথা
(খ) তুমি যে সুরের আগুন
(গ) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে
(ঘ) বিপুল তরঙ্গ রে
(ঙ) চরণধ্বনি শুনি তব
(চ) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
(ছ) প্রভু আমার
(জ) ও আমার দেশের মাটি

(২) নজরুল সঙ্গীত (যে কোন ৪টি)

(ক) একি অপরূপ রূপে মা তোমার
(খ) আমার আপনার চেয়ে
(গ) ওগো নতুন নেশার আমার এ মদ
(ঘ) চেয়োনা সুনয়না
(ঙ) আসিলো রে প্রিয়
(চ) খাতুনে জান্নাত
(ছ) আজি প্রথম মাধবী
(জ) আমার হাতে কালি মুখে কালি

(৩) লোকসঙ্গীত (যে কোন ৪টি)-

(ক) এসো গাই দেশের জয়গান (পর্যায়: দেশাত্ববোধক)

(খ) আমার হাড় কালা করলাম রে

(গ) সর্ব সাধন নিষ্ঠা যার

(ঘ) স্ব জেলার ১টি আঞ্চলিক গান (আবশ্যিক)

(ঙ) গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান (শাহ্ আব্দুল করিম)

(চ) তোমরা মান বা না মানো (দ্বিজ দাস)

(ছ) কবে সাধুর চরণধূলি মোর (লালন গীতি)

(৪) **দেশাত্ববোধক গান** : বিজয় নিশান উড়ছে (পর্যায়: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান)

(ইতিহাস ও জীবনী অংশ)

উপমহাদেশীয় সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

হযরত আমীর খসরু, হাছন রাজা, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ওস্তাদ বারীণ মজুমদার, ওয়াহিদুল হক প্রমুখের জীবনী।

চতুর্থ বর্ষ

(বয়সঃ ১৮ থেকে ৩৫ বছর)

উপপত্তিক অংশ

রাগের শ্রেণিভেদ (শুদ্ধ, শালংক ও সংকীর্ণ) সম্পর্কে ধারণা। ঠাট রাগ ও আশ্রিত রাগের পার্থক্য।

সংজ্ঞা : ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, সাদরা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, তারানা।

আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে স্বরলিপি শিক্ষা।

ক্রিয়াত্মক অংশ

(ক) আশ্রিত রাগ জৌনপুরী, দেশ, মালকোষ, গুনকেলী, বৃন্দাবনী সারং রাগের সার্গামগীত ও খেয়ালের বান্দিশ, আলাপ, বিস্তার ও তান সহযোগে শিক্ষা লাভ। উপরিউক্ত রাগসমূহের যে কোন দুটি রাগে তারানা শিক্ষা।

(খ) রবীন্দ্র ও নজরুল সৃষ্ট তালসমূহ রপ্ত করা।

গানসমূহ :

(১) রবীন্দ্র সঙ্গীত (যে কোন ৪টি)

(ক) এই লভিনু সঙ্গ তব (পর্যায়ঃ রবীন্দ্রসৃষ্ট তালে সুরারোপিত, তাল ঝম্পক)

(খ) নিবিড় ঘন আঁধারে

(গ) দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া (পর্যায়ঃ পূজা রবীন্দ্র সৃষ্ট একাদশী তালে সুরারোপিত)

(ঘ) শরৎ আলোর কমল বনে

(ঙ) আমরা নতুন যৌবনেরই দূত

(চ) প্রথম আদি তব শক্তি

(ছ) শুন্য হাতে

(২) নজরুল সঙ্গীত (যে কোন ৪টি)

(ক) দাও শৌর্য্য -(পর্যায়ঃ প্রার্থনা সংগীত)

(খ) কথা কও, কও কথা

(গ) কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে

(ঘ) রুমঝুম বাদল নূপুর

(ঙ) সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে

(চ) গুঞ্জামালা গলে কুঞ্জে এসো

(ছ) মহুয়া বনে (নজরুল সৃষ্ট 'প্রিয়া ছন্দ' তালে)

(জ) পেয়ে কেন নাই পাই।

(৩) লোক সঙ্গীত : (ক) তুমি চিনিয়া মানুষের সঙ্গ লইয়া (রাধারমণ)
(খ) রূপ দেখিলামরে নয়নে (হাছন রাজা)
(গ) খাঁচার ভিতর অচিন পাখি (লালন শাহ)
(ঘ) মানুষ থুইয়া খোদা ভজ (জালাল গীতি)
(ঙ) আমার গায়ে যত দুঃখ সয় (উকিল মুন্সি)
(চ) নাও ছাড়িয়া দে (সারী গান)
(ছ) তুমি কেন গো রাই কাঁদিতেছো (রাধারমণ)
(জ) বিজয় সরকারের একটি গান

(৪) দেশাত্মবোধক : রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান)
সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা (ঐ)
পূর্বদিগন্তে সূর্য উঠেছে (ঐ)

ইতিহাস ও জীবনী অংশ

মিয়া তানসেন, রজনীকান্ত সেন, আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, বাউল শাহ আব্দুল করিম, রাধা রমণ দত্ত, ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু, কলিম শরাফী এবং পাগলা কানাই প্রমুখ গুণীজনের জীবনী।